Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 202 – 209
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' : দেশভাগের আখ্যান

ড. মাখন চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID: mcroy.ju@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Novelist, politics, socialist, Partition, inter-relationship, diplomatic, society, psychoanalysis.

Abstract
Novelist Hasan Azizul Haque (1939-2021) utters a unique voice in the context of two Bengal's literature. His skill in depicting the constant struggle of man in the face of unforgiving antagonism of state-politics-society and nature is astounding. Derived from the diverse experiences and imaginations of his own life, his works are unsurpassed in their stylistic inspiration and commitment. Hasan Azizul Haque is a socialist writer; He created literature for the exploited and oppressed people. The Partition of 1947 was a significant political event in the Indian subcontinent. As a result of which the geography of India has not only changed, the relations between people and them have also changed. The changing inter-relationships of people controlled everything including politics-economy, literature-culture, diplomatic relations of divided India. Hasan Azizul Haque is one of those rare fiction writers whose bulk of writings are narratives of the impact of Partition on individuals and society. Several of his works present a multi-dimensional picture of the desperate desire of a life endangered by partition. In writings like 'Uttar Basonte', 'Attoja o ekti Karobi Gach', 'Parobasi', 'Mari', 'Khancha', 'Dibasopno' and Agunpakhi (2006), Shiuli (2006) etc. exposed suffering as a multi-dimensional reality. Hasan Azizul Haque's novel Agunpakhi Bengali fiction is distinguished by the various crises of the common people wounded by communal violence in the background of people's shattered expectations and broken dreams in the pre-Partition East Bengal. Hasan Azizul Haque, a writer who is deeply historical, has sharp political observation, and has a keen eye for psychoanalysis of individuals and society, has become a unique biographical writer with the achievement of portraying the endangered humanity in the country.

Discussion

দুই বাংলার প্রেক্ষাপটে কথাকার হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) এক স্বতন্ত্র স্বরের উচ্চারণ। রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ ও প্রকৃতির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতার মুখে মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের চিত্র অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। স্বীয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কল্পনা থেকে উৎসারিত তাঁর রচনাসমূহ শৈলীগত ধরন-ধারণ ও অঙ্গীকারের প্রেরণায় অনবদ্য। হাসান আজিজুল হক একজন সমাজবাদী লেখক; তিনি শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের এক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। যে ঘটনার ফলে ভারতবর্ষের ভূগোলটাই কেবল বদলে যায়নি, বদলে গিয়েছে মানুষ ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কগুলো। মানুষের পরিবর্তিত আন্তঃসম্পর্কই নিয়ন্ত্রণ করেছে বিভক্ত ভারতের রাজনীতি - অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কূটনৈতিক সম্পর্কসহ সবকিছু। হাসান আজিজুল হক সেই বিরল কথাসাহিত্যিকদের একজন, যাঁর লেখার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের ওপর দেশভাগের অভিঘাতের আখ্যান। তাঁর বেশ কিছু রচনায় দেশবিভাগের ফলে বিপন্ন জীবনের উন্মূল বাসনার বহুমাত্রিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। 'উত্তর বসন্তে', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'মারী', 'খাঁচা', 'দিবাস্বপ্ন' ছোটগল্পসমূহ ও *আগুনপাখি* (২০০৬), *শিউলি* (২০০৬) প্রভৃতি রচনায় তিনি দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট-মর্মযাতনাকে বহুমাত্রিক বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরেছেন। দেশভাগ অব্যবহিত পূর্ববাংলায় মানুষের বিচূর্ণ প্রত্যাশা ও স্বপ্নভঙ্গের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত গণমানুষের নানা সংকট, তাদের অস্তিত্ব-উপলব্ধির বহুমাত্রিক উদ্ভাসে হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস *আগুনপাখি* বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। গভীরভাবে ইতিহাসনিষ্ঠ, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী, ব্যক্তি ও সমাজের মনোবিশ্লেষণে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক হাসান আজিজুল হক দেশভাগে বিপন্ন মানবতার চিত্র রূপায়ণ কৃতিত্বে হয়ে উঠেছেন অনন্য এক জীবনবাদী সাহিত্যিক।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সময়পর্ব ছিল বাংলাদেশের আত্মস্বাতন্ত্র্য ও জাতিসত্তা সন্ধানের দীর্ঘ সংঘাতময় প্রস্তুতিকাল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার যে পরাধীনতার সূচনা হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতাত্যাগের মধ্যবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের জাতি-পরিচয় সন্ধানে ও ভৌগোলিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। বৈষম্যমূলক শোষণের প্রয়োজনে 'ব্রিটিশ রাজশক্তি দ্বি-জাতিতত্ত্বের যে বীজ বপন করেছিল, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেরই বিষবৃক্ষ। ফলত সেই মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত, অশ্রƒসিক্ত ও শোণিতলিপ্ত।'[১] সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনা পরম্পরার সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক পর্যায় ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বিকাশ ও প্রগতির ইতিহাস ঔপনিবেশিক পাকিস্তানের ক্রমবিকশিত সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সমান্তরাল। 'বিভাগোত্তরকালের প্রথম দিকে জাতি গঠনমূলক অন্যান্য দিকের ন্যায় আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টাও নানারূপ জটিল বাধার সম্মুখীন হয়।'[২] সমাজ-বিকাশের এই প্রতিবন্ধকতা বুর্জোয়া মানবতাবাদে বিশ্বাসী শিল্পী-চৈতন্যে উপ্ত করেছিল সংকটের বীজ। ধর্মাদর্শ-নির্ভর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে জাতি শোষণ, শ্রেণিশোষণ ও সাংস্কৃতিক অবরোধ সৃষ্টিতে তৎপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদমুখর। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের প্রতিক্রিয়া পূর্ববাংলার জনমানসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চৈতন্যে জন্ম দিয়েছিল নানামুখী জিজ্ঞাসার। অসংগঠিত সমাজ, রক্তাক্ত স্বাধীনতা, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা, দেশত্যাগী মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, জীবিকার সংকট, অনাহার-রোগব্যাধিÑ দেশভাগে বিপন্ন জনতার মানসজগতে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। নব্যরাষ্ট্র পাকিস্তানে পূর্ববাংলা প্রকারান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।

> "অবিকশিত শিল্প, জাতীয় পুঁজির নিয়ন্ত্রণে এ অঞ্চলের ব্যর্থতা, অসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, জাতীয়-রাষ্ট্রীক শোষণ-বৈষম্য, পূর্ববাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈরী আগ্রাসী মনোভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের সংবেদনশীল শিল্পীচৈতন্য মূলত এ দেশের আবহমান গ্রামজীবনেই সন্ধান করেছে তাঁদের শিল্পের বিষয়।"[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগের ফলে সৃষ্ট নানা প্রতিক্রিয়ার চিত্র অনিবার্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে ভারত ও পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে দেশত্যাগ করে। এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থী নতুন রাষ্ট্রে মানবেতর জীবনের সম্মুখীন হয়। ক্ষুধা-অনাহার, রোগ-ব্যাধি, মৃত্যু-জীবিকাহীনতায় এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা নিক্ষিপ্ত হয় চরম লাঞ্ছনায়। সমকালীন লেখকেরা সংবেদনশীল দৃষ্টি দিয়ে মানবতার এই বিপর্যয়কে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তাঁদের কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে দেশবিভাগ-উত্তর কালের মানসিক দৈন্য, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরতাড়িত মানুষের অস্তিত্বযন্ত্রণা আর উদ্বাস্তু জীবনের মর্মান্তিক কথকতা। সাতচল্লিশের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় উত্তেজনাকর আবেগ, সীমাহীন সঙ্কট এবং ভিন্ন দুই রাষ্ট্রের অসংখ্য মানুষের অনিশ্চিত মানবেতর জীবনের কালো অন্ধকার হাসান আজিজুল হকের রচনায় আবেগহীনভাবে রূপায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য –

> "হাসানের গল্পের অন্যতম প্রধান দিক হল নিরুচ্ছ্বাস আর্তি, নির্বাষ্প আবেগ, ভ্যাদভেদে জলীয় উপাদান-বর্জিত মানবিকতা।"[৪]

দেশভাগ অব্যবহিত পূর্ববাংলায় মানুষের বিচূর্ণ প্রত্যাশা ও স্বপ্নভঙ্গের পটভূমিতে রাঢ় বাংলার রুক্ষ আঞ্চলিক জীবন, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত সংখ্যালঘু মানুষের নানা সংকট, তাদের অস্তিত্ব-উপলব্ধির বহুমাত্রিক উদ্ভাসে হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

দেশবিভাগ পরিপূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি ঘটনা এবং ভারতবর্ষের সকল মানুষের সঙ্গে একটি পরিকল্পিত প্রতারণা। এর ফলে সংঘটিত নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশত্যাগের হিড়িক ও ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া ছিন্নমূল মানুষের সমবেত আর্তনাদে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে "রাতারাতি নিজ দেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া মানুষেরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে এবং পতিত সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে দেশত্যাগ করে।"[৫] দেশভাগ ও দাঙ্গা প্রসঙ্গে রচিত কথাসাহিত্যের ধারায় হাসান আজিজুল হকের রচনা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও উদ্বাস্তু সংকটের নানা ঘটনা তিনি শৈশবেই অনুভব করেছেন। তাই এসব ঘটনার বেদনাময় স্মৃতি তাঁর শিল্পীসত্তায় চিরজাগরূপক। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,

> "দেশভাগ আমার জীবনের জন্য একটি ক্ষতস্বরূপ। ক্ষত সারলেও দাগ থেকে যায়। আমি এ দাগের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।"[৬]

এই ব্যক্তিক ক্ষতের কারণেই হাসান আজিজুল হক বাস্তুচ্যুত মানুষের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

দেশবিভাগের বেদনায় নীলকণ্ঠ কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের অসীম বেদনার মহাকাব্যিক প্রকাশ *আগুনপাখি*। বর্ধমানের একটি গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের সম্পর্ক দাঙ্গার অভিঘাতে ভেঙে যায়। বর্ধমানের একটি মুসলিম পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে দেশভাগের পূর্বাপর ইতিহাস। মহাযুদ্ধের প্রভাব, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রতিক্রিয়াÑ সমস্ত কিছুই এক নিরক্ষর নারীর দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের অনিবার্য পরিণতিতে দেশত্যাগী মানুষের মাটির টানের কথা *আগুনপাখি*তে গভীরভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ভারত-পাকিস্তান ভাগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা। দেশভাগের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের পরিবেশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে, প্রায় পঁচাত্তর হাজার নারী নিপীড়িত হয়, বাস্তুচ্যুত হয় দেড় কোটির মতো মানুষ। দেশভাগের অভিজ্ঞতা হিসেবে লেখকেরা হত্যা, ধর্ষণ, দুর্ভোগের মতো নানা মানবিক বিপর্যয়ে রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেন। খুশবন্ত সিং, সালমান রুশদি, আর কে নারায়ণ তাদের উপন্যাসে রচনা করেছেন দেশভাগের ভয়াবহ বাস্তবতার আলেখ্য। কৃষণ চন্দর, সাদত হোসেন মান্টো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায় প্রমুখ লেখকের উপন্যাসেও স্মরণীয় হয়ে আছে দেশভাগ। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে দেশভাগের বেদনার্ত চিত্র অঙ্কনে হাসান আজিজুল হক অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের পটভূমিতে রচিত *আগুনপাখি* উপন্যাসে লেখক নিরীক্ষা-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। এক নারীর জবানিতে পুরো উপন্যাসটির কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। তার সঙ্গে এগিয়েছে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলো। কেবল ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির সূত্রে পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভেতর প্রবেশ করেছে সম্পর্কের নানামাত্রিক সূত্র।

আগুনপাখি উপন্যাসের কথক-চরিত্র একজন গ্রাম্য নিরক্ষর নারী। আর দশজন গৃহবধূর মতো চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ তার জীবন। তিনি একটি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, আবার বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের পুত্রবধূ। মেজবউয়ের চেতনা গড়ে উঠেছে স্বামীর সান্নিধ্যে। একটু পড়ালেখা শেখার পরে তার স্বামীর কাছে সে জানতে পেরেছে পরাধীন ভারতের কথা। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি উপন্যাসের আখ্যানে যুক্ত হয়েছে। তাদের বড় ছেলে লেখাপড়া করার জন্য গ্রামের স্কুল ছেড়ে শহরে বোর্ডিংয়ে যায়। তবে সমকালীন রাজনীতির অভিঘাতে সে বাইরে থাকতে পারে না। বাড়িতে দাড়ি-টুপি-পাগড়ি পরিহিত মানুষের ঘন ঘন আসা-যাওয়ার সংবাদ থেকে গৃহকর্তার সঙ্গে মুসলিম লীগের সম্পর্ক সৃষ্টির বিষয়ে টের পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর আলাপে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের হৃদ্যতাও চিহ্নিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খেলাফত আন্দোলন, প্রীতিলতার আত্মাহুতি, ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিবৃত্ত উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনিসূত্রে। পরিবারের সকলের জন্য মোটা জামা, কত্তার নিজের জন্য মোটা খদ্দর প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবকে ব্যঞ্জিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশবিপ্লব-পরবর্তী সময়কাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতার প্রবল প্রভাব, ভারতের বিভক্তি-চিন্তা ও স্বাধীনতা-আন্দোলন, বিরেতি পণ্য বর্জন কর্মসূচি, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিনির্ভর দেশবিভাগ, ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির আলো-অন্ধকার থেকে প্রত্যক্ষভাবে বহুদূরে অতি সাধারণ নির্বিত্ত মুসলিম পরিবারের অশিক্ষিত নারীর অমার্জিত ভাষার বয়ানে তৈরি হয়েছে কাহিনির ক্যানভাস। কথক মেজবউ তার অভিজ্ঞতা সরলভাবে বলে গেলেও তা সমকালীন জীবনের নানা জটিলতাকে ধারণ করেছে জীবনবোধের চরম উৎকর্ষে। উপন্যাসে বিধৃত গল্পটি প্রকৃতঅর্থে হাসান আজিজুল হকের মায়ের বিবৃত কাহিনির ঈষৎ পরিমার্জিত রূপ। দেশভাগের ফলে দুই বাংলায় মানুষের গমনাগমন নিয়ে, আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে বিভেদরেখা টানার মধ্যে যে যন্ত্রণা, তা এই নারী তার অভিজ্ঞতা থেকে তার নাতী-নাতনীকে বলছিলেন। শ্রোতা নাতী-নাতনী কথাগুলো রেকর্ড করে আর নারীটির পুত্র পাশের কক্ষ থেকে শুনে গল্পটিকে সাজিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের বিরাট ক্যানভাসে। কাজেই তিন প্রজন্মের অনুভব ও জীবন-জিজ্ঞাসা গেঁথে আছে *আগুনপাখি*র আখ্যানে।

হাসান আজিজুল হক সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক সংকটকে রাঢ়বঙ্গের একটি পরিবারের সঙ্গে, তারপর ক্রমে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশিয়ে চিত্রায়িত করেছেন *আগুনপাখি* উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে এই পরিবারটিকে বৈশ্বিক রাজনীতির পটভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন লেখক। পরিবারের কর্তা তো বটেই, সংসারের ঘানি টেনে দিন পার হয় যে নারীর, সেই মেজবউ পর্যন্ত বঙ্গবাসী পত্রিকায় যুদ্ধের ভয়াবহতা পড়ে শঙ্কিত হয়। ১৯৩৯ সালে মহাসমর শুরু হলে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই যুদ্ধ শহর তেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে বলতে গেলে প্রত্যক্ষভাবেই যুদ্ধের আগুন লেগেছিল। প্রচলিত যুদ্ধের ধারণাও পাল্টে গিয়েছিল। ঢাল-তলোয়ার, বন্দুক-কামান নিয়ে সম্মুখ সমরের বদলে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল পারমাণবিক বোমা। বাড়ির কর্তার কণ্ঠে এ সত্যই উচ্চারিত হয়েছিল :

> "ঢাল তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে আর কতো লোক মারা যায়? কিন্তু এখন যে যুদ্ধ হবে তা একদম আলাদা। লাখ লাখ লোক যুদ্ধে যাবে, যুদ্ধ করবে, মরবেও লাখে লাখে অথচ হয়তো শত্রুকে চিনবেও না, দেখবেও না। আবার যারা যুদ্ধে যায়ই নাই, তোমার আমার মতো খুব সাধারণ মানুষ, তাদেরকেও মরতে হবে লাখে লাখে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের শহরে মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে তো, আঁধার আকাশ থেকে বোমা মেরে বাড়িঘর-দুয়োর দেবে মাটিতে মিশিয়ে। কত লোক যে মরবে তার কেউ হিসাব করতে পারবে না। লাশই পাবে না। মা পাবে না ছেলের লাশ, ছেলে পাবে না বাপের লাশ। এক-একটা লাশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথা যে পড়বে তা কেউ জানতে পারবে না।"[৭]

আগুনপাখি উপন্যাসে গৃহকর্তার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রসঙ্গে গ্রাম্য রাজনীতির নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় ব্যক্তি এই কত্তা দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। হিন্দু পাড়ায় আগুন

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেগে মানুষের সর্বস্ব খোয়া গেলে কত্তা অবস্থাপন্ন চাষিদের কাছ থেকে বাঁশ খড় কাঠ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এই আগুনই প্রতীকী হয়ে ওঠে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এসে লাগে গ্রামীণ জনজীবনে, অর্থনৈতিক মন্দা, বস্ত্র সংকট, খরা প্রভৃতি বিপর্যয় অনেকের মতো গৃহস্থের গৃহে অবির্ভূত হয়। যুদ্ধের অভিঘাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা একীভূত হয়ে যায়। ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের হিন্দু-মুসলমান আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কথক জানান :

> "আবার ভয়ানক মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছে। বাড়ি বাড়ি লুট হচে, সোনা-দানা, ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে মানুষকে ভিটে-মাটি ছাড়া করছে। শহরেগঞ্জে, টেরেনে, ইস্টিমারে মানুষ মেরে মেরে গাদা করছে আর হাজারে হাজারে মানুষ ই দ্যাশ থেকে উ দ্যাশে যেছে, উ দ্যাশ থেকে ই দ্যাশে আসছে। ই দ্যাশ থেকে কজনা যেছে জানি না, উ দ্যাশ থেকে লিকিন বেসুমার মানুষ সব্বস্ব হারিয়ে ইখানে এসে হাজির হচে। কলেকতায় ইস্টিশানে লিকিনি মানুষের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নাই।"[৮]

যুদ্ধের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে *আগুনপাখি* উপন্যাসে গ্রামীণ পটভূমিতে মহামারির প্রাদুর্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ সকলেরই আকাল-ডোমপাড়া, বাগদিপাড়া, মুচিপাড়া, বাউরিপাড়া, বামুনপাড়ায় মহামারি ছড়িয়েছিল। সময়কাল ও বাস্তবতার প্রয়োজনে এই উপন্যাসে মিছিলের মতো অসংখ্য মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল। কলেরা, বসন্ত, যক্ষা, সান্নিকপাত জ্বর মহামারি আকারে এসে গ্রামকে প্রায় জনশূন্য করে ফেলত। চিকিৎসা কিংবা প্রতিরোধের কোনো উপায় ছিল না তখন। লোকসংস্কার ছিল, ওলাবিবি পুঁটলি বেঁধে যে জনপদ দিয়ে অতিক্রম করবে সেখানেই দেখা দিবে মহামারি। এসব বেদনাদায়ক মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতায় বর্ণনা করেছেন হাসান আজিজুল হক। মহামারির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের ভয়াবহ রূপ মেজবউয়ের জবানিতে উঠে এসেছে :

> "সারা গাঁয়ে ওলাউটো রোগ ছড়িয়ে পড়ল। অ্যানেক রোগের মতুন উ রোগের চিকিচ্ছের কুনো বালাই নাই। তা সোমায় নিবে না, ভাবতে দেবে না, শোক করতেও দেবে না। এক বাড়িতে একজনা মরল, তার দাফন কাফন হতে না হতে আর-একজনা মরল। পাশাপাশি বাপ আর ব্যাটার লাশ নইলে, মা আর মেয়ে, না হয় দু বুন দু ভাই- এমন অবস্তা দাফন-কাফন করবে কে? হিঁদুদের মড়া হলে পাঁচ কোশ দূরের শ্মশানে পোড়াইতে নিয়ে যাবে কে?"[৯]

যুদ্ধের প্রভাবে নিত্যব্যবহার্য লবন কেরোসিন চিনি প্রভৃতি দুর্লভ হয়ে পড়ে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ষায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জুড়ে দিয়ে মানুষের লড়াইকে উদ্ভাসিত করেছেন লেখক। কলকাতার দাঙ্গায় রায়দের ছেলে মারা যায়। মেজবউয়ের বড় ছেলের সমান বয়সী ছেলেটির মৃত্যুর সংবাদ তাকে বিপন্ন করে তোলে। দাঙ্গা ও দেশভাগের ডামাডোলে পাকিস্তান আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। দেশভাগের অনিবার্যতায় কথক উপলব্ধি করে রাজনৈতিক কারণে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ছে। উপন্যাসে শেষাংশে দেশভাগের ঐতিহাসিক তথ্য ও দেশভাগজনিত আফসোস উচ্চারিত হয়েছে কর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে :

> "গান্ধী নোয়াখালী গিয়েছে, সেখানে মুসলমান বেশি খুব হিন্দু মারা যাচ্ছে। বিহারে মুসলমান মরছে বেশি। গান্ধী কলকাতাকে এক রকম করে থামিয়েছে, নোয়াখালী বিহারকেও হয়তো থামাতে পারবে, কিন্তু ইংরেজ যা চেয়েছিল তাই হলো। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতকে চিরদিনের মতো একে অপরের শত্রু করে দিলে। পাকিস্তান নাম করে জিন্নাহ ইংরেজদের কাজটিকেই করে দিলে আর ক্ষমতায় নেহেরুরাও তাই করলে। প্যাটেল, শ্যামা মুখুজ্জে মুসলমানদের আলাদা করে দিতে চেয়েছিল, তাই হলো। গান্ধী এখন একঘরে। দরজায় দরজায় তাকে কেঁদে মরতে হবে।"[১০]

যুদ্ধের ভয়াল থাবা আর মন্বন্তরের অভিশাপে একটি সুস্থ-সুন্দর অকান্নবর্তী পরিবার কীভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পড়ে *আগুনপাখি* উপন্যাসে বর্ণিত অভিজাত পরিবারটি তার যথার্থ দৃষ্টান্ত। একে তো আগুনধরা যুদ্ধের বাজার, সঙ্গে টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে ভরা মাঠের ধান তলিয়ে মন্বন্তরের সূত্রপাত হয়। একসময়ের খাদ্যপ্রাচুর্যের এই পরিবারে খাদ্যের টানাপোড়েন, অনাহারে শিশুদের রাতযাপন, খুব সহজেই আমাদের জানিয়ে দেয় মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপ। জীবন রক্ষার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রয়োজন যে কতো বড় হয়ে উঠতে পারে, তিন দিনের অনাহারী চটপরিহিতা যুবতী আকলিই তার প্রমাণ। আকলির অনাহারী মুমূর্ষূ দাদি কর্তৃক মেজবউয়ের হেঁশেলের পচাভাত চুরির ঘটনা প্রমাণ করে, মানবিক চিন্তার সকল সূত্র ছিড়ে ফেলেছে মন্বন্তর। গ্রামের এক একটি পরিবার যেন তাসের ঘরের মতো কাজ ও খাদ্যের আশায় শহরে উড়ে যেতে থাকে। বস্তুত মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর ও মহামারিতে মৃত্যুও মহাযজ্ঞ চলতে থাকে চল্লিশের দশক জুড়ে। দু-একদিনের অনাহারে রোগে ভুগে বিছানাগত হয়ে প্রায় বিনা শব্দে মানুষগুলো মারা যেতে থাকে। মৃতদেহের সৎকারও সম্ভব হয়ে ওঠে না। খাদ্য অন্বেষণের জন্য একদল মানুষ বাস্তুভিটা ছেড়ে পালাতে থাকে রাতের আঁধারে। ভিন গ্রামের একদল বিবস্ত্র মানুষ রাতের আঁধারে মাঠের মধ্য দিয়ে শহর কিংবা অচেনা জায়গায় পালাতে দেখে মেজবউ। দিনের আলোতে এসব মানুষ সম্ভবত গ্রামের ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে রাতে বেরিয়েছে। আঁধারই বিবস্ত্র মানুষগুলোর সম্ভ্রম রক্ষা করে। মেজবউ আক্ষেপ করে বলে :

> "হায়, রেতের আঁদারও যে মানুষের এত দরকার, তা কি কুনোদিন ভেবেছি! এানুষগুলিন দূরে চলে গেছে, তা দেখতে পেচি। মেয়ে-মরদ বালবাচ্চা সব আছে ঐ দরে। সব ভূতের মতন, সব ছেঁয়া ছেঁয়া। ভাত নাই, কাপড় নাই- জেবনটা এসে ঢুকেছে প্যাটের চুলোয়। সিখানে তুষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে- কিছুই চোখে দেখতে পেচে না। ভিটেমাটি ছেড়ে সব বেড়িয়ে পড়েছে। ই গাঁয়ে এসে যি বাড়ি বাড়ি ভিখ মাঙবে তারও উপায় নাই।"[১১]

গ্রামের পর গ্রাম এভাবে জনশূন্য হতে থাকে। মেজবউয়ের ধারণা ছিল, আকাল পেরুলে তারা আবার গ্রামে ফিরবে। কিন্তু তারা কেউ ফিরে আসে না। শহরের পথে-প্রান্তরে কুকুর কিংবা তাদেরই মতো বুভুক্ষু মানুষের সঙ্গে লড়াই করে হয়তো কোথাও মরে পড়ে থাকে। অথচ মন্বন্তর আর যুদ্ধের সুবাদে দেশীয় এক শ্রেণির মুনাফালোভী অসৎ ব্যাবসায়ী খাদ্যমজুদ ও চোরাকারবারি করে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হয়ে ওঠে। চলে রমরমা নারী ব্যবসা। গ্রামে মন্বন্তরের আঘাত তীব্র হওয়াতে সেখান হতে সহজলভ্য নারী এনে সস্তা পণ্য হিসেবে বেচাকেনা চলত শহরে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন জঘন্য অপমানের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়, সরকারের প্রচেষ্টা, বাঙালির সংগ্রামী মনোবল সব মিলিয়ে দুর্ভিক্ষ কেটে গিয়েছে। উঠান ফের ভরে উঠেছিল ধানে; কিন্তু যে অবিশ্বাসের ফাটল তৈরি করে দিয়েছিল যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, সে অবিশ্বাস নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারটির ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। আশাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী হয়েও অনিবার্য পরিণতিতে পরিবারটির ভাঙনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেননি লেখক।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চরম অরাজকতার পরিণতিতে ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। এই দাঙ্গা মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বার্থচিন্তার ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সরকারের পরোক্ষ মদদ, সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন আর অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের কোনঠাসা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া এই দাঙ্গায় বোম্বে, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাবসহ সারা ভারতবর্ষে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। পাশাপাশি দেড় লাখ মানুষের শহর ত্যাগ, নব্বই হাজার মানুষের দুঃস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রত্যন্ত গ্রামেও দাঙ্গা কী পরিমাণ উন্মাদনা ছড়িয়েছিল মেজবউয়ের জবানিতে তা জানতে পারি :

> "ই গাঁয়ের হিঁদুরা তো বটেই, আশেপাশের গাঁয়ের সব হিন্দুরা লিকিন তৈরি হচে, একটি মোসলমানও তারা আর রাখবে না। তা ঠিক, এত হিঁদু ই দিগরে আছে একবার যেদি ঢেউয়ের মতুন আসে, একজন মুসলমানও জানে বাঁচতে পারবে না। তোড়ে ভেসে যাবে। তা এই অবস্তায় সে এক লাফাইছে ক্যানে। দ্যাওরকে জিগগাসা করতেই সে এমন লোম্বা লোম্বা বাদ দিলে যি বুঝতে পারলম সে ঘোরে আছে, তার মাথা কাজ করছে না।
>
> তৌহিদের ক্ষ্যামতা জানো? তৌহিদি শক্তির সামনে হিঁদু মালাউন দাঁড়াইতে পারবে না। এক মোসলমান, সত্তরজনা কাফের।"[১২]

আগুনপাখি উপন্যাসটি বস্তুত এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের আড়ালে বিভাগ-পূর্ব অখণ্ড ভারতবর্ষে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ও সামাজিক অবক্ষয়ের বেদনাময় আখ্যান। প্রত্যন্ত জনপদের এক প্রান্তিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীর জবানিতে এখানে উঠে এসেছে জীবন মন্থনের অমৃত ও গরল; রাজনৈতিক তরঙ্গ উপলব্ধি ও জাগরণ। এ উপন্যাস আমাদের দেশ-কাল-ইতিহাসের মুখোমুখি করে দেয়। *আগুনপাখির* গল্প অবিরাম সমাজ-সংসার, ধর্ম ও দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায়। কিন্তু তার পরেও গল্পের সংসার ও সমাজ, ধর্ম ও দেশ ভেঙে যায়। এই উপন্যাসটিতে সংসার, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সত্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উদ্বোধন ঘটে। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ, চিন্তার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, সামাজিক বিভাজনকে হাসান আজিজুল হক ধরতে চষ্টা করেছেন ইতিহাসের আলোয়। উপন্যাসের শেষে পরিবারের সন্তানেরা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তারা তাদের বাবা-মাকেও তাদের কাছে যেতে বলে। এতে গৃহিণীর স্বামী সম্মত হলেও গৃহিণী সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। নিজের সঙ্গে নিজে দ্বন্দ্ব, মনের সাথে দেহের দ্বন্দ্ব, জানার সাথে ভানের দ্বন্দ্ব প্রভৃতির অপ্রকাশের ভার বহন করেছে *আগুনপাখি*। গল্পকথক নারীর ভেতরের কথাটি যেন শেষপর্যন্ত লেখকের দীর্ঘদিন বয়ে বেড়ানো যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিজ্ঞান হয়ে প্রকাশ পায় :

> "ই সবই কি বিত্তি-বাইরে হয়ে গেল না? মানুষ কিছুর লেগে কিছু ছাড়ে, কিন্তু একটা পাবার লেগে কিছু একটা ছেড়ে দেয়। আমি কিসের লেগে কি ছাড়লম? অনেক ভাবলম। শ্যাষে একটি কথা মনে হলো, আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথায় অবাধ্য হই নাই। আমি সব কিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটো দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুদু মোসলমানরা থাকবে কিন্তু হিন্দু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলেদা কিসের? আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়।"[১৩]

আগুনপাখির কথক মেজবউ চরিত্রে চিরায়ত নারী-চরিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি; যে মমতাময়ী সচরাচর বিশ্বভুবনের খবর রাখে না, স্বজন-সংসার নিয়েই তার জীবন-পরিসর। চারদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাকেও ক্রমাগত বিচলিত করেছে। সমাজ-সংসারে স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী নারীটি তার দ্বিধার কথা তার স্বামীকে বলেছে। বুঝতে চেয়ে প্রশ্ন করে এই নারীই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাদীপ্ত দেশপ্রেমী সচেতন মানুষ। এভাবে ব্যক্তিনির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে মাটি-লগ্ন এক নারীর বসতভিটা আগলে দেশত্যাগে অস্বীকার প্রকাশ করে ভ্রান্ত রাজনীতির ভেদনীতি, দেশভাগের অসারতা ও লড়াকু প্রতিবাদী মানসিকতা। এ প্রসঙ্গে মেজবউ-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "একই দ্যাশ, একই রকম মানুষ, একইরকম কথা, শুধু ধম্মো আলেদা, সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলাদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ, একটি তালগাছ, উদিকেও তেমন একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো দ্যাশের হয়ে গেল? কই ঐখানটোয় আসমান তো দুরকম লয়। শুদু ধম্মোর কথা বোলো না বাবা, তাইলে পিথিমির কুনো দ্যাশেই মানু বাস করতে পারবে না।"[১৪]

তার এ প্রশ্নের জবাব তার স্বামী-সন্তানেরা দিতে পারে না; তেমনি এর উত্তর ছিল না তৎকালীন স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের কাছেও। এভাবে ব্যক্তি মনন জাগরিত হওয়ার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে নিরক্ষর এই নারী আরোহন করে ব্যক্তিত্বের চূড়ায়। আর হাসান আজিজুল হক বুঝিয়ে দেন, তিনি কেবল শক্তিমান গল্পকারই নন, আধুনিক চেতনার ঔপনাসিকও বটে। দেশভাগ, মন্বন্তর, দাঙ্গা সর্বোপরি সামগ্রিক ভেদজ্ঞানের বিরুদ্ধে হাসান আজিজুল হক তাকে দাঁড় করান। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সে মুখোমুখি হয় নতুন দিনের সূর্যের; আর আমরা আভাস পাই দৃপ্ত পুনর্জাগরণের। প্রত্যন্ত পল্লীর প্রান্তিক গৃহবধূ যেন মননে ও চেতনায় হয়ে ওঠে পুরাণের অবিনাশী আগুনপাখি।

ঔপন্যাসিক ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার নিজস্ব পাদপীঠ থেকে *আগুনপাখি* রচনা করেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া মেজবউ-এর চিন্তায় জারিত হয়ে উপন্যাসের আখ্যানে উপস্থাপিত হয়েছে। *আগুনপাখি* উপন্যাসের কথক নারী, বাড়ির কর্তা এবং অন্যান্য সদস্যদের কেউ হাসান আজিজুল হকের জীবনবৃত্তের বাইরের নন। বস্তুত মানবভাগ্যের চরমতম বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লেখক তাঁর স্বীয় অস্তিত্বের শেকড়ের দিকেই তাকিয়েছেন। আশৈশব তিনি তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে দেশত্যাগের যে যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই যাতনার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 202 - 209
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইতিহাসই লিখেছেন উপন্যাসের আঙ্গিকে। নিরক্ষর এক নারীর কাছে দেশত্যাগের বিষয়ে তার স্বামী, পুত্র কারও যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সকল প্রতিকূলতা আর দাঙ্গা-ভীতি উপেক্ষা করে মৃত্তিকালগ্ন নারীর নিজ বসতিতে থেকে যাবার আকুতি মর্মদাহী। একাকী একজন নারীকে সর্বংসহা করে নির্মাণ করে লেখক দেখিয়েছেন বাঙালি জাতির ভেতরকার অবিনাশী সেই সত্তাকে, যা সুযোগ পেলে ফের পূর্ণ সামর্থ্যে জেগে উঠতে পারে। স্মৃতিবাহিত ঘটনা বলতে বলতে মেজবউ মৃত্তিকা প্রেমের এক সার্বজনীন ও সমগ্রসত্যে উপনীত হয়েছেন। উপন্যাসের পশ্চাৎপটে দেশকালের সামাজিক রাজনৈতিক চিত্র বিধৃত হয়েছে। আগুনপাখির প্রতীকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের চিরন্তন মানবিক আখ্যান।

হাসান আজিজুল হক *আগুনপাখি* উপন্যাসে স্বতন্ত্র গল্পভাবনা ও স্বকীয় শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যসাধনায় প্রখর গণমনস্তত্ত্ব এবং মানুষের প্রতিরোধচেতনাকেই সর্বাপ্রেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। দেশভাগ হাসান আজিজুল হকের জীবনের একটি চিরকালীন ক্ষত। দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাস তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। ক্ষমতালিপ্সু অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে যে দেশভাগ, তা বাঙালির জাতীয় জীবনে নতুন এক উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ মানুষকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই বিষবৃক্ষের ফল গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। দেশভাগের ফলে বিপন্ন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, নিপীড়িত জনতাই হয়ে উঠেছে হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের কুশীলব। এইসব সাধারণ মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম, তাদের আর্তি-সংকট ও স্বপ্নভঙ্গের দাহ, ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের সর্বত্র নির্মমতার শিকার মানুষের জেগে ওঠার অপরাজেয় চেতনা হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসে স্বতন্ত্র মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। দেশবিভাগ প্রসঙ্গে রচিত গল্প-উপন্যাসের ধারায় হাসান আজিজুল হকের এই রচনা তাই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সংকটের বেদনাবহ স্মৃতি তাঁর স্মৃতিসত্তায় ছিল চিরজাগরূক। ব্যক্তিক ক্ষতের কারণেই হাসান আজিজুল হক বাস্তুচ্যুত মানুষের মর্মযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পারতেন। বাংলার খুব কম লেখকই তাঁর মতো দেশত্যাগের প্রত্যক্ষ ক্ষতির শিকার হয়েছেন। দেশভাগের মর্মন্তুদ বেদনার প্রকৃত অংশীদার হওয়ায় তাঁর দেশভাগ ও দাঙ্গা বিষয়ক উপন্যাস *আগুনপাখি* শিল্পস্বকীয়তায় বিশ্বসাহিত্যের অনন্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

Reference:

১. খান, রফিকউল্লাহ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৩
২. কবির, আহমদ, ‘স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর প্রসঙ্গ ছোটগল্প’, *একুশের প্রবন্ধ ’৮৮,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২১১
৩. বোস, চঞ্চল কুমার, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭১
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *হৃদয়ের একূল-ওকূল দুই বঙ্গের গদ্যসাহিত্য,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১৯২
৫. আনোয়ার, চন্দন, *হাসান আজিজুল হক : আলাপন ও মূল্যায়ন,* কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৭৬
৬. মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদিত), *উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা,* ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২০৮
৭. হক, হাসান আজিজুল, *আগুনপাখি,* ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২